সারূপ্যসার্ষ্ট্যাদিকঞ্চ জ্ঞেয়ম্। অথভক্তিঃ। তস্যাস্তটস্থলক্ষণং স্বরূপলক্ষণঞ্চ যথা গরুড়-পুরাণে—বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যথা সর্ব্বমবাপ্যতে। যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ যথা নান্যেন কেনচিৎ। ইত্যুক্ত্বাহ, ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী॥ ইতি॥ অত্র যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে ইতি তটস্থলক্ষণম্। তত্র চ অকামঃ সর্ব্বকামো বেত্যাদিসিদ্ধত্বাদব্যাপ্ত্যভাবঃ, যথা ভক্ত্যেত্যাদ্যুক্তত্বাদতিব্যাপ্ত্যভাবঃ বুধৈঃ প্রোক্তত্বাদসম্ভবাভাবঞ্চ। সেবাশব্দেন স্বরূপ-লক্ষণম্। স চ কায়িকবাচিকমানসাত্মিকা ত্রিবিধেবানুগতিরুচ্যতে। অতএব ভয়দ্বেষাদীনামহংগ্রহোপাসনায়াশ্চ ব্যাবৃত্তিঃ। সাধনভূয়সী সাধনেষু শ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ। তদেব লক্ষণদ্বয়ং প্রকারান্তরেণাহ—যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়াহ্যাত্মলব্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥ ২১৬॥

অবিদুষাং পুংসাং তন্মাহাত্ম্যমবিদ্বদ্ভিঃ অপি কর্ত্তৃভিঃ। আত্মনঃ ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ ইতি আবির্ভাবভেদবতঃ স্বস্য কর্ম্মভূতস্য অঞ্জঃ অনায়াসেনৈব লব্ধয়ে—লাভায়। উপায়াঃ সাধনানি। স্বয়ং ভগবতা, কালেন নষ্টা বাণীয়ং প্রলয়ে বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ ইত্যনুসারেণ প্রোক্তাঃ। তান্ উপায়ান্ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ বিদ্ধি। হি প্রসিদ্ধৌ তত্র সাক্ষাদ্ ভক্তেরপিভাগবতধর্ম্মা-খ্যত্বম্ এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ ইত্যাদৌ পরমধর্ম্মত্বখ্যাপনয়া দর্শিতম্। অত্রাত্মলব্ধয়ে প্রোক্তা ইতি তটস্থলক্ষণম্। অন্যেন তদলাভাদব্যভিচারি। আত্মলব্ধয়ে উপায়া ইতি তু স্বরূপলক্ষণম্। তল্লাভোপায়ো হি তদনুগতিরেব॥ ১৪॥ ২॥ শ্রীকবির্নিমিম্॥ ২১৬॥

এইপ্রকার সংক্ষেপে জ্ঞানমার্গ বর্ণিত হইলেন; গীতা শাস্ত্রে 'স্বভাবোঽ-ধ্যাত্মমুচ্যতে'—এইপ্রকার ভাবে জ্ঞানকেই অধ্যাত্ম বলিয়া পরিচয় করান হইয়াছে। স্বভাব ও অধ্যাত্ম—এই দুইটি শব্দের তাৎপর্য্য "স্বস্য শুদ্ধস্য আত্মনো ভাবো ভাবনা ইতি স্বভাবঃ"। স্ব শব্দের অর্থ শুদ্ধ আত্মা, ভাব শব্দের অর্থ ভাবনা; অর্থাৎ শুদ্ধ ত্বং পদার্থ জীবস্বরূপের যে ভাবনা তাহার নাম স্বভাব। অধ্যাত্ম—আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানত্বাৎ অধ্যাত্মং অর্থাৎ আত্মাকে অধিকার করিয়া যাহা হয়, তাহার নাম অধ্যাত্ম। অনন্তর অহংগ্রহ উপাসনা কাহাকে বলে—তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন। 'তচ্ছক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বর এবাহং ইতি চিন্তনং" অর্থাৎ শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরই আমি—এই প্রকার চিন্তার নাম অহংগ্রহ উপাসনা। এইপ্রকার চিন্তার ফল নিজে সেই ঈশ্বরবিশেষের আবির্ভাব লাভ করা। যেমন শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে—নাগপাশাদির দ্বারা আবদ্ধ শ্রীপ্রহ্লাদ, বিভুতা প্রভৃতি শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরই আমি—এইপ্রকার স্মরণ করিতে করিতে নাগপাশাদি বন্ধন বিমোচন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তখন শ্রীপ্রহ্লাদে এমত বিভুতা-শক্তি প্রকাশ পাইল যে, যাহাতে আর নাগপাশাদি দ্বারায় তাহাকে বন্ধন করিতে